তারিখ ... 25 SEP 198[illegible] ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২

150

(৩১)

দৈনিক সংবাদ

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে

দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশের সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে সকল ধর্মীয় শিক্ষকদের একটি অভিন্ন বেতনক্রম প্রচলিত ছিল। বিগত শা/১০/এম/৯/৮৪/৫৩২ শিক্ষা তাং ২৪-৭-১৯৮৪ সালের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক চিঠির মর্মানুযায়ী সরকারী হাইস্কুলেই কামেল পাশ ধর্মীয় শিক্ষকগণ ১৩৫০-২৭৫০/- টাকা বেতনক্রম অনুযায়ী সরকারী বেতন ও ভাতাদি পাচ্ছেন। অথচ সরকারী বিদ্যালয়ে কর্মরত স্নাতক কাব্যতীর্থগণ ৮৫০-১৭০০/- টাকা বেতনক্রম অনুযায়ী বেতন ও ভাতাদি পাচ্ছেন।

কামেল পরীক্ষা "বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড" কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও প্রদত্ত সর্বোচ্চ ডিগ্রী এবং কাব্যতীর্থ ও ব্যাকরণতীর্থ (টাইটেল) পরীক্ষা বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও প্রদত্ত সর্বোচ্চ ডিগ্রী। অথচ একই দেশে একই মানের বোর্ড হতে লব্ধ ডিগ্রী ও অনুরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে এরূপ বৈষম্য যেমন একদিকে বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা-এর অবমূল্যায়ন হচ্ছে, অপরদিকে একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত স্নাতক কাব্যতীর্থ শিক্ষকগণ পদমর্যাদাহানিকর, মানসিক পীড়াদায়ক ও এক বিরাট অংকের আর্থিক সুবিধা হতেও বঞ্চিত। তাই আমরা সরকারী বিদ্যালয়ের কর্মরত স্নাতক কাব্যতীর্থ শিক্ষকগণ এ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার আশু সমাধানের জন্য সরকারের নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

ভুক্তভোগী স্নাতক কাব্যতীর্থদের পক্ষে—শান্তি ভূষণ চক্রবর্তী, বি,এ, কাব্যতীর্থ, সহকারী শিক্ষক, রামগঞ্জ এম, ইউ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, পোঃ রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর।